হৃদয় জানালা

ভালোবেসে সখি নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে... না, শুধু মনের মন্দিরে নয়। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালার পাতায়... মনের গভীরে গেঁথে থাকা সব ভালো লাগা ভালোবাসার কথা কিংবা অতল গহ্বরে জমে থাকা কষ্টের কথা...

এখনও কাটে নি...

সোহেল, কৈশোরের সেই ভালো লাগা তুমি। জীবনের স্বল্প পরিসরে মানুষ অনেক সময়ই শত ভালো লাগা বা ভালোবাসার হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে না সেই ভালো লাগা বা ভালোবাসার কাছে। কারণ চাপে থাকা সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ মুখের ছোট্ট তিনটি শব্দ ছাড়াও নানাভাবে করা যায়। হয়ত বা সোহেল তুমি রিয়ার এই নীরব সম্মতি বুঝতে পারনি। সোহেল তোমার সেই ভালোবাসার সেই ছোট্ট ৮ম শ্রেণীর বালিকাটি সময়ের বিবর্তনে আজ ইডেনে পড়া একজন স্নিগ্ধ তরুণী। হৃদয়স্পর্শী ভালোবাসা যা তোমাকে ঘিরে। সত্যিই তুমি সৌভাগ্যবান। প্রায়শই সে বন্ধু মহলে তোমার কথা বলে। জীর্ণ সেই নীরব ভালোবাসা মানুষটির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে আজ সত্যিই সে লজ্জিত, নিজের অজান্তেই দু-চোখ স্ফীত হয়ে ওঠে অঝোরে বহা ঝরনার স্রোতধারায়। নিজে অনেকে কষ্টে সামলে নেয় একবুক চাপা ভালোবাসার সিক্ততাকে, ফেলে আসা সেই অনুভূতিকে। সত্যি সোহেল তুমি কী আজও মনে রেখেছ তোমার সেই ভালোবাসার রিয়াকে তা আমার জানা নেই, কিন্তু আজও সে আমার পথ চেয়ে বসে আছে তোমার জন্য। শুধু তোমার সেই ঠাকুরগাঁওর সেই ঠিকানাটুকুই তার স্বস্তি যা ধরে রেখেছে হৃদয় মাঝে। তার একজন বন্ধু হিসেবে আমার এই ছোট প্রয়াসটুকু যদি একজনকে সেই ভালোবাসায় মোহিত রুপালি জগতে সার্থক রূপায়ণে গড়ে দিতে পারে দুটি নতুন জীবন। যদি সোহেল তুমি একটু তোমার বেঁধে দেওয়া সেই প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে বলে মনে করো তাহলে রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করো একটি সোনালি ভালোবাসার জন্য, তারই ক্ষুদ্র প্রয়াসে স্বপ্নচারী-

কৌশিক ও সৈকত, nisatitvalobasha@yahoo.com

চিরকুট

ভালোবাসার অভিনন্দন তোমাকে...

সৈকত, তোমার সার্বিক সাফল্যে তোমাকে জানাচ্ছি হৃদয়স্থিত অভিনন্দন আর ভালোবাসা। আশা করি জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমার দীপ্ত পদচারণায় সাফল্যমণ্ডিত হোক তোমার জীবন। সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অর্জনের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে তোমাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন, বিশেষ করে মিতু, মিতা, লাবনী, জ্যাতি আপু তোমাকে জানাচ্ছে অশেষ দোয়া আন্তরিক অভিনন্দন। হয়তবা তোমাকে ভোরের স্নিগ্ধ সদ্য ফোটা শিশিরনিহিত গোলাপের শুভেচ্ছা জানানো উচিত ছিল কিন্তু বাস্তবতার প্রখর বাস্তবিকতায় তোমাকে এই শুভেচ্ছা জানাতে হচ্ছে অন্য কোনো উপায়ে। যেহেতু মিতু, মিতা, জ্যাতি, তন্দ্রা আমার হৃদয় আকাশে চারটি নক্ষত্র। যাদের মায়া, বাঁধনে নিজেকে মনে করি বিচ্যুত হয়ে যাওয়া একটি ধুমকেতু। হয়তবা যার প্রখরতা এখনও কাটেনি। তাই হয়ত বা নিজেকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখছি। তবে হৃদয় চিত্ত যে চেতনা আমাকে তাড়া করছে, তার এতটুকুও যদি আমি তোমার মত সাফল্যের বিনিসুতার বাঁধনে আবদ্ধ করতে পারি তাহলেই নিজেকে নিয়ে আসবো এই পৃথিবীর বিশাল বিশালতায়। তারই জন্য আমি নিজেকে গড়ে তুলছি।

স্বপ্নচারী

বন্ধুত্বের আহ্বান

'বন্ধুত্ব হলো আকাশের মতো, কেবলমাত্র মুক্তমনা পাখিরাই সেখানে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়।' আপনি যদি নিজেকে মুক্তমনা, প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিমনা ভেবে থাকেন তবে লিখুন। তবে লেখার সাথে অবশ্যই ঠিকানা লিখবেন। বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করে উত্তর লেখার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। 'সুন্দর' থাকুন।

অসীম, ৩০৮, শাহ মখদুম হল/এস এম হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

নিঃসঙ্গ আমি

জীবনের অনেকটা পথ আমি পেরিয়ে এসেছি। একা এবং নিঃসঙ্গ। আমার আশপাশে শুধু ছায়া। সেই ছায়াটি আমার নিজের এবং একান্ত নিজেরই। কখনো প্রয়োজন পড়েনি কারো সাহায্য ও সহযোগিতার। প্রায়ই ভাবতাম, আমি একাই চলতে পারবো। কিন্তু হেরে গেছি আমি আমার নিজেরই কাছে। আজ মনে হচ্ছে, চলার পথে আমারও একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গীর প্রয়োজন। যার মাঝে খুঁজে পাব অনেক কিছুই। সুন্দর মন আর সতেজ আবেগ। আছেন কি এমন কেউ?

অবন্তি, প্রযত্নে : রুমানা ইতি, ব-২০, দক্ষিণ বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

কে হবে বন্ধু আমার?

জীবনের অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি। এই পথ পেরোনোর মাঝে অনেক কিছু পেছনে ফেলে এসেছি। জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি আবার অনেক কিছু পাইনি। এই না পাওয়ার মধ্যে একটি হলো পত্রমিতা, বন্ধু-বান্ধবী বা বন্ধুত্বের ছোঁয়া। ছাত্র জীবনে বন্ধু সবারই থাকে। আমারও ছিলো এবং আছে। নেই শুধু পত্রমিতা, বন্ধু-বান্ধবী বা বন্ধুত্বের ছোঁয়া। এই পত্রমিতা, বন্ধু-বান্ধবী বা বন্ধুত্বের ছোঁয়া পেতে বা বন্ধুত্বের রঙ দেহে মাখার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর আশ্রয় নিলাম। কেউ কি দেবে আমার দেহে বন্ধুত্বের রঙ মেখে বা বন্ধুত্বের চাদর পরিয়ে? স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে যে কেউ যে কোনো জেলা সদর থেকে লিখতে পারো। বন্ধুত্বের গালিচা বিছিয়ে রাখলাম তোমাদের জন্য। 'তবে বন্ধু নৌকা ভিড়াও মুছিয়ে দেবো দুঃখ জ্বালা।'

রোমিও, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হোটেল পানামা, সদর রোড, পটুয়াখালী-৮৬০০

চেয়ে আছি পথ পানে তার...

আমি এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। ইচ্ছে করে সমুদ্রকে দেখতে, যা আজও দেখা হয়ে ওঠেনি। ভালো লাগে গান করা, টিভি দেখা, ঘর গোছানো আর খুব ভালো মনের একজন মানুষকে খুব কাছ থেকে অনুভব করতে, যাকে বলা যায় মনের সব কথা। যার হাত ধরে চলতে পারবো আমার ভবিষ্যতের দিকে। যার থাকবে না কোনো লোভ-লালসা এবং হতে হবে অবশ্যই মুক্তমনা ও বিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস আমার প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে আমি তাকে অবশ্যই খুঁজে পাবো। আগ্রহীরা ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ লিখুন অবশ্যই উত্তর পাবেন।

মুন, ঢাকা